গণেশ বাগচী

আনন্দ পাঠ

মহাশ্বেতা দেবী

পাঠমালা ২



আনন্দ পাঠ

পাঠমালা ২

গণেশ বাগচী　　　মহাশ্বেতা দেবী

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
নিউ দিল্লি　বোম্বাই　মাদ্রাজ

Ananda Path Reader 2 (Bengali)
by
Ganesh Bagchi and Mahasweta Devi

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণ দত্ত
ছবি এঁকেছেন : মণীন্দ্র মিত্র

First published 1972
Sixth impression 1979

Printed in India by offset at
The Statesman Commercial Printing Press,
4, Chowringhee Square, Calcutta 700 001
and published by R. Dayal
Oxford University Press, Faraday House,
Calcutta 700 013.

ভূমিকা

আনন্দ পাঠ পাঠমালার চারটি বই প্রকাশিত হল। দেখা যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বইয়ের পাঠ্যতালিকায় আমরা কোন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিনি। গদ্যাংশের নিচে মাঝেমাঝে নিছক পাঠের আনন্দ ও অভ্যাসের জন্য পদ্যাংশ বা ছড়া দিয়েছি। যারা এই পাঠমালার **প্রথম** বই পড়বে, তারা **ছড়া ও ছন্দ** বই থেকেই অনায়াসপাঠের আনন্দ পাবে, ভাষার গতি ও চিত্রময়তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে। কবিতার সঙ্গে তাদের আংশিক পরিচয় ঘটবে **দ্বিতীয়** পাঠমালায় ব্যবহৃত পদ্যাংশগুলির সঙ্গে, কিন্তু কবিতা পাঠ্য হিসেবে ওরা পড়বে **তৃতীয়** বই থেকে।

দেখা যাবে পাঠ্যাংশের প্রারম্ভেই আমরা কয়েকটি প্রশ্ন ও একটি শব্দতালিকা সন্নিবেশ করেছি। আধুনিক ভাষাশিক্ষাশাস্ত্রে রচনার পূর্বে প্রশ্ন সন্নিবেশ একটি সম্মত পদ্ধতি। এর দ্বারা রচনার মূল বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শব্দতালিকাগুলি নতুন শব্দব্যবহারের সূচী এবং এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। দেখা যাবে **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** বইয়ে মূল শব্দের কয়েকটি রূপান্তরও দেওয়া হয়েছে, কেননা আমরা মনে করি নতুন শিক্ষার্থী যখন ভাষা শিখছে, তখন তার স্বচ্ছন্দ রচনাশক্তিকে সাহায্য করবার কাজে মূল শব্দের চেয়ে (যেমন বাড়ি), রূপান্তরিত শব্দগুলি (যেমন বাড়ির, বাড়িতে, বাড়িটা) বেশি প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় ও **চতুর্থ** পাঠমালায় আমরা শব্দতালিকা অনেক সঙ্কুচিত করেছি ও যে সব শব্দ বা ব্যবহার নতুন ধরনের, সেগুলিই দিয়েছি, কেননা আমরা মনে করি যারা এই বই পড়ছে তারা অন্যান্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষা ও শব্দের বহুল সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

বাংলায় একই শব্দের একাধিক বানান অভিধানসম্মত। আমরা সহজতম রূপটি **আনন্দ পাঠে** ব্যবহার করেছি। যেখানে সংকলিত লেখকের ব্যবহৃত বানান আমাদের বানানের চেয়ে অন্যরকম, সেখানে লেখকের ব্যবহৃত বানান অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

আমরা আশা করি পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্য, এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত রচনা প্রণালীর জন্য **আনন্দ পাঠ পাঠমালা** শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক হবে এবং শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

গণেশ বাগচী
মহাশ্বেতা দেবী

রচনাসূচী



ছোট্ট পাখি ও কালো বেড়াল

একদিন একটা ছোট পাখি কি করছিল ?

বেড়ালটা লাফ দিল। তারপর কি হল ?

গাছের ডালে	দেখছিল	গান থামাল	উড়ে গেল
বসেছিল	উঠল	শুরু করল	লাফ দিল
গান করছিল	দেখল	মাটিতে পড়ল	ধপ করে

একদিন একটা ছোটপাখি একটা বড় গাছের ডালে বসেছিল। বড় গাছটার নিচে বসেছিল একটা কালো বেড়াল।

পাখিটা গান করছিল। বেড়ালটা পাখিটাকে দেখছিল। একটু পরে বেড়ালটা চুপি চুপি গাছে উঠল। পাখিটার কাছে এল। পাখিটা বেড়ালটাকে দেখল। গান থামাল।

বেড়ালটা পাখিটাকে দেখল। বেড়ালটা পাখিটার দিকে লাফ দিল। পাখিটা উড়ে গেল। অনেক দূরে আরেকটা উঁচু গাছের ডালে গিয়ে বসল আবার গান শুরু করল।

কালো বেড়ালটা ধপ করে মাটিতে পড়ল।



মোমবাতি

সৌরভ কেমন করে মোমবাতি বানাচ্ছিল ? কমলরা কি করছিল ?

দেয়ালির জলের বাটিতে স্কুলের উনোনে ভরল বসাল কৌটোটা লোহার নল মোমবাতি টিনের কৌটোয় মোমের টুকরো মোমের টুকরোগুলো গলে গেল রান্না করছিলেন বিরক্ত হচ্ছিল মোম ঠাণ্ডা বানাচ্ছিল কুড়িয়ে রেখেছিল গণ্ডগোল করছিল

দেয়ালির পর সৌরভ মোমবাতির টুকরো কুড়িয়ে রেখেছিল। সেদিন স্কুলের পর সৌরভ মোমবাতি বানাচ্ছিল। কমলরা সবাই দেখছিল। জন খুব কথা বলছিল। ভোম্বল, চন্দ্রভানু আর প্রতাপ গণ্ডগোল করছিল। সৌরভ বিরক্ত হচ্ছিল।

সৌরভের মা রান্না করছিলেন। সৌরভ একটা টিনের কৌটোয় মোমের টুকরোগুলো ভরল। কৌটোটা উনোনে বসাল। মোম গলে গেল। তখন সৌরভ একটা ছোট গোল লোহার নল নিল। নলটা একটা ঠাণ্ডা জলের বাটিতে বসাল।

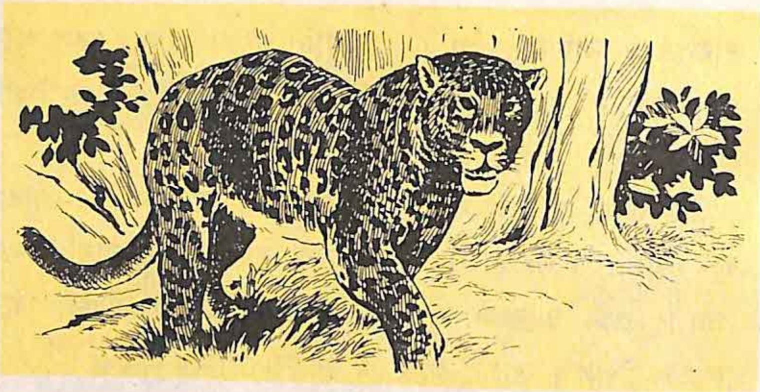
তারপর ও নলটার ভেতর একটা মোটা সুতো ঝুলিয়ে ধরল আর নলের ভেতর মোমটা ঢেলে দিল। জন বলল, মোমবাতি তৈরি হয়েছে ?

সৌরভ বলল, দু তিন মিনিট সময় লাগবে। সুতোটা ধরে সৌরভ বসে রইল। জলের ঠাণ্ডা লেগে কয়েক মিনিট বাদে মোমটা জমে গেল। তখন ও নলটা তুলে নিয়ে পেছন থেকে আঙুল দিয়ে মোমটা টিপল। একটা আস্ত মোমবাতি বেরিয়ে এল।

নলটার	মোটা সুতো	আস্ত	পেছন থেকে
নলের	মোমটা	বাদে	ঝুলিয়ে ধরল
জলের	দু তিন মিনিট	ঢেলে দিল	সময় লাগবে
আঙুল দিয়ে	কয়েক মিনিট		তৈরি হয়েছে
বসে রইল	জমে গেল	টিপল	বেরিয়ে এল

সৌরভ নলটার ভেতর একটা মোটা সুতো ঝুলিয়ে ধরল। তারপর কি হল ?





বড়মামার বাঘ শিকার

অনেক দিন আগে শঙ্কর কার কথা বলেছিল ? তিনি কে ?
সেদিন শঙ্কর কি বলল ?

অনেক দিন	বড়মামার	তাহলে	শিকারী	সাতটা	ওঁকে
পাগলা হাতির	গল্প শুনবে	বারান্দায়	দেখাতাম	যদি	মারে
বাঘের মাথা	চা খাচ্ছিলেন	খবর দেয়	খবর আসে		যেতে

অনেক দিন আগে শঙ্কর ওর বড়মামার কথা কমলদের বলেছিল। ওর বড়মামা চন্দ্রকান্তবাবু খুব বড় শিকারী। উনি ডালটনগঞ্জে থাকেন। মাঝে মাঝে পাগলা হাতির খবর আসে। বাঘ গরু ছাগল মারে। তখন সবাই ওঁকে খবর দেয়। শঙ্কর বলেছিল, তোমরা যদি ডালটনগঞ্জে যেতে তাহলে একটা বাঘের মাথা দেখাতাম। বাঘটা সাতটা মানুষ মেরেছিল।

সেদিন শঙ্কর ভোম্বলকে বলল, বড়মামা এসেছেন। তোমরা আমাদের বাড়িতে চল। ওঁর কাছে গল্প শুনবে।

ছেলেরা স্কুলের পর শঙ্করদের বাড়িতে গেল। বড়মামা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন।

শঙ্করের বড়মামা কি রকম দেখতে ?

সেই বাঘটা কি করেছিল ?

বন্ধু গ্রামের	চিঠি গল্প	রোগা লম্বা	ফর্সা কিন্তু
শেষে বলি	পিওন	কোন দু রাত	ন দিন
তামাটে	পিওনকে	শুনতে এসেছে	আপনার
থাকুন	লোকরা	হয়ে গেছে	বসেছিলাম
জ্বলজ্বলে	গল্পটা	নিয়ে যাচ্ছিল	মাচা বেঁধে
শিকারের	মেরেছিল	ঠিক করলাম	ঘুরেছিলাম

শঙ্কর বলল, বড়মামা, এরা আমার বন্ধু। আপনার কাছে শিকারের গল্প শুনতে এসেছে।

বড়মামা রোগা আর লম্বা। গায়ের রং আগে ফর্সা ছিল। এখন তামাটে হয়ে গেছে। চোখ দুটো ছোট ছোট কিন্তু খুব জ্বলজ্বলে। বড়মামা বললেন, কোন গল্পটা বলি ? শঙ্কর বলল, সেই বাঘটার গল্প।

বড়মামা বললেন, বাঘটা সাতটা মানুষ মেরেছিল। সবচেয়ে শেষে মেরেছিল একজন পিওনকে। পিওন জঙ্গল দিয়ে চিঠি নিয়ে যাচ্ছিল।

আমি গাছের ওপর মাচা বেঁধে দু রাত বসেছিলাম। ন দিন বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরেছিলাম। শেষে ঠিক করলাম বাড়ি ফিরে আসব।

গ্রামের লোকরা বলল, আর একদিন থাকুন।



বাঘ কখন এল ? তখন শঙ্করের বড়মামা কি দেখলেন ?

আশ্চর্য অন্ধকার মাচায় একটু দূরে শেষ রাতে
জলের শব্দ শুকনো পাতার পায়ের শব্দ স্বপ্ন দেখেছে
খচমচ কত বড় পরপর গুলি ছুঁড়লাম বন্দুক তুললাম
একটু বেশি আট ফুটের চাঁদটা বড় ছিল ঘোড়া টিপলাম
মরে গেল বসে আছি শুনতে পাচ্ছি ডুবে গেছে
দেখতে পেলাম গল্প শুনে চলে এল পায়ের শব্দ তারা

সে একটা আশ্চর্য রাত। আমি মাচায় বসে আছি। একটু দূরে ঔরঙ্গা নদী। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাঘ এল শেষ রাতে। তখন চাঁদ ডুবে গেছে। আকাশে অনেক তারা। আমার সামনে শুধু অন্ধকার। শুকনো পাতার ওপর বাঘের পায়ের শব্দ খচমচ, খচমচ। দুটো চোখ দেখতে পেলাম। বন্দুক তুললাম। ঘোড়া টিপলাম। পরপর দুটো গুলি ছুঁড়লাম। বাঘ মরে গেল। বাঘটা বেশ বড় ছিল।

কত বড় ? ভোম্বল বলল।

আটফুটের চেয়ে একটু বেশি।

গল্প শুনে সবাই বাড়ি চলে এল। শুধু কমল পরদিন বলল ও বাঘের স্বপ্ন দেখেছে।

বনের খবর–পালামৌ

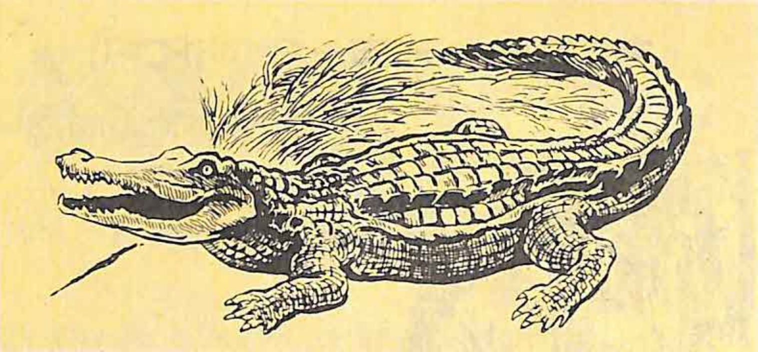


অনেক দিন আগে পালামৌএ
কি রকম জঙ্গল ছিল ?
তারপর কি হল ?

জন্তু	জীবজন্তু	গাছপালা
বুনো মোষ	সাপও তখন	তাতে
এখনো	কম ছিল	মানুষ
কমে গেল		কেটে ফেলল
ঠিক হল		মারা হবে না

অনেকদিন আগে পালামৌএ অনেক জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে অনেক জন্তু, সাপ আর পাখি ছিল। তখন ওখানে গ্রাম খুব কম ছিল। তারপর অনেক শহর হল, গ্রাম হল। অনেক মানুষ এল। গাছপালা কেটে ফেলল। মানুষ অনেক জন্তু মেরে ফেলল। জীবজন্তু কমে গেল। তারপর ঠিক হল আর জন্তু মারা হবে না। এখনো পালামৌএ অনেক জঙ্গল। তাতে হাতি, হরিণ, বাঘ, বুনো মোষ সবই আছে। জঙ্গলে নানা রকম পাখি আর সাপও আছে।

পড়: হলুদ কালো গা
এত্ত বড় হাঁ গোদা গোদা পা
হঠাৎ যদি সামনে পড়ি ?
মা গো মা।



বনের খবর – সুন্দরবন

সুন্দরবনের জঙ্গলে কি কি পাওয়া যায় ? কি কি গাছপালা হয় ?

পশ্চিমবঙ্গের	সমুদ্রের	মৌমাছিরা	সুন্দরবনের	হাঙর
দক্ষিণে	মধু	ওখানকার	সুঁদরি	গোলপাতা	সুন্দরী গাছ
তৈরি হয়	মেরেছে	গরাণ গাছ	বাঁধা আছে	নোনা	ঘরের চাল
মধু হয়	নদীর জল	জোগাড় করে	সুন্দরবনে	বোঝা যায়

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবন। সুন্দরবনের বাঘের নাম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবনে সুঁদরি বা সুন্দরী গাছ, গরাণ গাছ হয়। ওখানকার জঙ্গলে গোলপাতা হয়। তা দিয়ে গ্রামে ঘরের চাল তৈরি হয়। জঙ্গলে মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে। তাতে মধু হয়। কত লোক ওখানে যায়। গাছ পাতা কাটে, মধু জোগাড় করে। জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা যায় গাছের ডালে সাদা কাপড় বাঁধা আছে। বোঝা যায় ওখানে বাঘ মানুষ মেরেছে।

সুন্দরবন সমুদ্রের ধারে। ওখানকার নদীর জল খুব নোনা। সে জলে অনেক মাছ, কুমির আর হাঙর আছে।



বাঘ কখন মানুষ খায় ?

যারা তারা বুঝি তবে অন্য ঠিক ভাবে বাঘকে
বাঘই বাঘও জানে না মারে না বা বাঘের মত
বুনো জন্তু খবরটা মানুষ খেকো মানুষ মারে জঙ্গলও
এমনিতে ভয়ানক কথায় বলি গুলি করে জখম করে
মারতে পারে না বুড়ো হলে মিছিমিছি যদি কেউ

সুন্দরবনে আগে অনেক বাঘ ছিল। আগে জঙ্গলও খুব বড় ছিল। এখন জঙ্গল অনেক ছোট। বাঘও অনেক কম। আমরা কথায় বলি বাঘের মত ভয়ানক। কিন্তু বাঘ কখন মিছিমিছি জন্তু মারে না। খিদে পেলে তবে মারে। বাঘ এমনিতে মানুষ খায় না। তবে বাঘকে যদি কেউ গুলি করে আর জখম করে তখন বাঘ হরিণ বা অন্য বুনো জন্তু মারতে পারে না। তখন বাঘ মানুষ মারে। বুড়ো হলে বাঘ সহজে বুনো জন্তু মারতে পারে না। তখন বাঘ মাঝে মাঝে মানুষ মারে। যারা ঠিক খবরটা জানে না তারা ভাবে সব বাঘই বুঝি মানুষ খেকো হয়।



জিম করবেট কি লিখেছেন ?

এখন বাঘ শিকার করা বারণ কেন ?

কোথায় গেলে বাঘ দেখা যায় ?

শিকারীর লিখেছেন তিন দিন
গেলে দেখবার ভাইয়ের
বোনের কিছু করেনি
বলা ঠিক নয় জায়গায়
জায়গা আছে হারিয়ে গিয়েছিল ব্যবস্থা আছে দেশে
বারণ শিকার করা কমে গেছে একবার

একজন খুব বড় শিকারীর নাম জিম করবেট। তিনি লিখেছেন, একবার একটা বড় জঙ্গলে দুই ভাইবোন হারিয়ে গিয়েছিল। ভাইয়ের বয়স তিন আর বোনের বয়স দুই। জঙ্গলের বাঘ ওদের কিছু করেনি। তাই সব বাঘকে ভয়ানক বলা ঠিক নয়।

এখন আমাদের দেশে বাঘ খুব কমে গেছে। তাই বাঘ শিকার করা বারণ। তবে হাজারিবাগ, পালামৌ, এসব জায়গায় বেশ ব্যবস্থা আছে। জঙ্গলে বাঘ দেখবার জায়গা আছে। সেখানে গেলে মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়।

পড় : বেড়ালমাসি ঘরে থাকেন বোনপো থাকেন বনে
দুজনে ভাব নেইক মোটে কেন কে বা জানে।

নিজে লেখ

নিচের লেখাগুলো পড়। তারপর নিজে নিজে উত্তর লেখ :

১। ছোট পাখি আর কালো বেড়াল কি করছিল ?

২। কে মোমবাতি বানিয়েছিল ? কেমন করে বানিয়েছিল ?

৩। শঙ্করের বড়মামা কি বড় শিকারী ? তিনি যে বাঘটা মেরেছিলেন তার গল্পটা লেখ।

৪। অনেকদিন আগে পালামৌএ বেশি জঙ্গল ছিল, না কম জঙ্গল ছিল ? এখন সেখানে জঙ্গল আছে কি ? জঙ্গলে কি কি পাওয়া যায় ?

নিচের বাক্যগুলোর শুরুটা ঠিক লেখা আছে। শেষটা গোলমাল হয়ে গেছে। নিজে নিজে বাক্য গুলো ঠিক করে লেখ :

ক। সুন্দরবনের বাঘের নাম	মৌচাক তৈরি করে।
খ। ওখানকার নদীর জল	সুঁদরি গাছ, গরাণ গাছ হয়।
গ। সুন্দরবনে	রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।
ঘ। জঙ্গলে মৌমাছিরা	খুব লোনা।
ঙ। এই রাজ্যের দক্ষিণে	বাঘের মত ভয়ানক।
চ। আমরা কথায় বলি	মিছিমিছি জন্তু মারে না।
ছ। বাঘ কখন	সুন্দরবনের জঙ্গল।



বাঘা ডাকাত

কখন অনেকে ডাকাতি শুরু করে ? বাঘা ডাকাত কি করত ?
ঠাকুমার বাবা কাদের রোজ ধান দিতেন ? কেন ধান দিতেন ?

গল্প বলেন	ভয় পেত	কষ্ট হচ্ছিল	ধান দিতেন
আট দশটা	লোকদের	ডাকাতি করত	চাষবাস
গল্প বলছিলেন	নষ্ট হয়ে গিয়েছিল		বাড়িতেই
খেতে পাচ্ছিল না	দুর্ভিক্ষ হয়েছিল	নদীতে	ধান

মৃণালের ঠাকুমা বেশ গল্প বলেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার। উনি ওদের বাঘা ডাকাতের গল্প বলছিলেন। ওঁদের বাড়ি বীরভূমে। অনেকদিন আগে দেশে খুব দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বৃষ্টি হয়নি। নদীতে জল ছিল না। চাষবাস সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মানুষ খেতে পাচ্ছিল না। তখন অনেকে ডাকাতি শুরু করে। বাঘা ডাকাতকে সবাই ভয় পেত। বাঘা ডাকাত কোপাই নদীর ধারে আট দশটা গ্রামে ডাকাতি করত। ঠাকুমা তখন ছোট মেয়ে। ওঁদের বাড়িতে অনেক ধান ছিল। গ্রামের লোকদের বড় কষ্ট হচ্ছিল। ওঁর বাবা রোজ গ্রামের লোকদের ধান দিতেন।

ওঁদের বাড়িতেই এক দিন বাঘা ডাকাত এল।



বাঘা ডাকাত কেমন করে এল ? কি বলল ?

কে দরজা খুলল ?

শোনা গেল	হাতে মশাল নিয়ে	দেখা গেল	চেঁচাতে লাগল	
দরজা খোল	শব্দ হল	পরে	দরজা খুললেন	আলো নাচছে
সাহস ছিল	দরজা ভাঙব	লম্বা	ভয়ে কাঁপছে	বাঁশ বাঁধত
ভয় পেয়েছে	দেখছি যাচ্ছি	শেকলের	ঝনাৎ	সন্ধেবেলা
রণ-পা	ঠাকুমার পিসি	নইলে	বলে	নিয়ে

তখন সন্ধেবেলা। হঠাৎ শোনা গেল রে রে রে রে। দেখা গেল আকাশে আলো নাচছে। বাঘা ডাকাত দু পায়ে দুটো বাঁশ বাঁধত। তাকে বলে রণ-পা। রণ-পা পরে হাতে মশাল নিয়ে বাঘা ডাকাত এল। চেঁচাতে লাগল, দরজা খোল! খোল দরজা! কে দরজা খুলবে ? সবাই ভয়ে কাঁপছে। বাঘা বলছে, দরজা খোল, নইলে দরজা ভাঙব।

ঠাকুমার একজন পিসি ছিলেন। খুব সাহস ছিল তাঁর। তিনি বললেন তোমরা যে সবাই ভয় পেয়েছ দেখছি! তবে আমিই যাচ্ছি।

তিনি দরজা খুললেন। শেকলের শব্দ হল ঝনাৎ।

পিসিমা দরজা খুলে দিলেন। তারপর কি হল ?

টাকা	গয়না	ঠাকরুণ	শাঁখের শব্দ	বুদ্ধি
চাই	সরে যাও	হাত দিই না	দাঁড়ালাম	মহা বিপদে পড়ল
মারত না	কেড়ে নিত না	খুলে দিতে বলত	শাঁখ বাজাতে লাগল	
দাঁড়িয়ে রইলেন	আসতে লাগল	ছেড়ে দিলাম	মারবে	
ঢুকবে	চলে গেল	দেখতে পেল না	শিগগির	কিন্তু

বললেন, কি চাই ?

টাকা চাই, গয়না চাই। তুমি সরে যাও ঠাকরুণ। মেয়েদের গায়ে আমরা হাত দিই না।

পিসি বললেন, আমি দরজার সামনে দাঁড়ালাম। আমাকে আগে মারবে তবে বাড়িতে ঢুকবে।

বাঘা ডাকাত মহা বিপদে পড়ল। ও কখন মেয়েদের মারত না। গয়না খুলে দিতে বলত। কেড়ে নিত না।

পিসিমা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকে বাড়ির মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগল। শাঁখের শব্দ শুনে সবাই বুঝল ডাকাত এসেছে। অন্য বাড়ি থেকে লোকজন আসতে লাগল।

বাঘা ডাকাত বলল, ঠাকরুণ, তোমার খুব বুদ্ধি। যাও, আজ তোমাদের ছেড়ে দিলাম।

ওরা চলে গেল। ওদের পায়ে রণ-পা ছিল তাই খুব শিগগির চলে গেল। গ্রামের লোকরা এল, কিন্তু ওদের দেখতে পেল না।

আমাদের রাজ্য

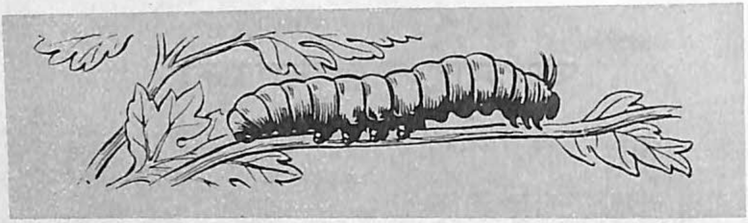
এই রাজ্যের পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে কি কি আছে? এই রাজ্যের কয়েকটা শহর ও নদীর নাম কর। এখানে কি কি হয়?



রাজ্য	রাজধানী
পাট	পুব দিকে
উত্তরে	পশ্চিমে

ভারতবর্ষে অনেক রাজ্য। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তার মধ্যে একটি। এই রাজ্যের পুবদিকে বাংলাদেশ ও আসাম। পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা। উত্তরে নেপাল, সিকিম আর ভুটান। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই রাজ্যের বড় বড় নদীর নাম হুগলি, দামোদর, ময়ূরাক্ষী, তিস্তা, ভাগীরথী, কংসাবতী আর রূপনারায়ণ। আমাদের রাজধানী কলকাতা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শহর। আরো কয়েকটা শহরের নাম হল বর্ধমান, দার্জিলিং, বহরমপুর, বাঁকুড়া। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি পাট হয় এখানে। এখানে নানা রকম ধান হয়। দার্জিলিং-এর চা খুব বিখ্যাত।





প্রজাপতির কথা

সেদিন ইন্দ্রজিত স্কুলের ছেলেদের কি দেখিয়েছে ?

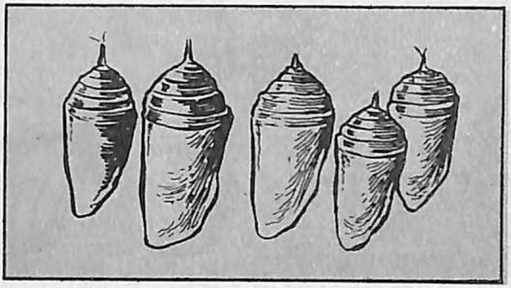
পোকামাকড়ে	বিজ্ঞানের	শুঁয়োপোকার	ভয় পেত			
গাছের পাতায়	শুঁয়ো	শুঁড়	মাস্টারমশাই	ঝোঁক	কেঁচো	
করবী গাছ	ছাই রং	ধরত	গুটিপোকা	ভয় পায়	প্রজাপতি	
ব্যাং	পোকা	দেখিয়েছে	দেখতে	ছিঁড়ল	ছাই রং	

ইন্দ্রজিতের জীবজন্তু, পোকামাকড়ে খুব ঝোঁক। ও ছোটবেলা কেঁচো ধরত, ব্যাং ধরত। তখন ওর দিদি মঞ্জীরা ব্যাং দেখলেই ভয় পেত। এখনো মঞ্জীরা ব্যাং দেখলে ভয় পায়। সেদিন ইন্দ্রজিত ছেলেদের একটা মজার জিনিস দেখিয়েছে।

স্কুলের বাগানে একটা করবীগাছ। আশ্বিন মাস। গাছের পাতায় একরকম পোকা হয়েছে। শুঁয়োপোকার মত দেখতে। গায়ে শুঁয়ো নেই। ছাই রং, ছোট দুটো কালো শুঁড় আছে। ইন্দ্রজিত বলল, আরে! এ যে গুটিপোকা। এর থেকে প্রজাপতি হয়।

বন্ধুরা বলল, যাঃ।

বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই প্রবালবাবু বললেন, ইন্দ্র ঠিকই বলেছে। ইন্দ্র করবীগাছ থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ল। ক টা গুটিপোকা নিল।



বাড়ি গিয়ে ইন্দ্রজিত কি করল ?

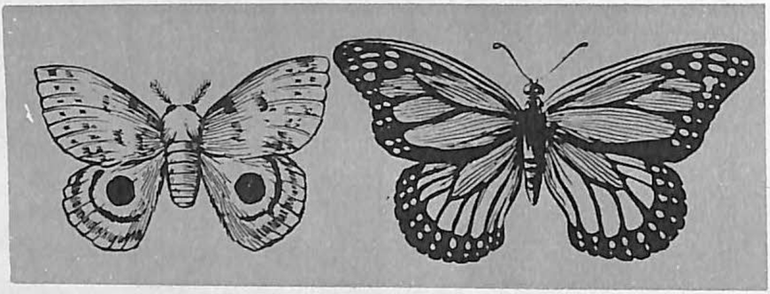
ক দিন পরে কি হল ?

খালি	ফুটো করল	বন্ধ করল	বাক্সটা	খোলা গজাল	
ঢাকনিতে	ঝুলতে লাগল	পোকাদের	ফুলপরীদের		
সাবানের বাক্স	পাতাগুলো	ল্যাজ	বাক্স	শক্ত	ফোঁটা
পাতা খাওয়া	গোলাপি	সোনালি	রুপোলি	লণ্ঠন	

বাড়ি গিয়ে ও একটা খালি সাবানের বাক্স নিল। বাক্সটার ঢাকনিতে কয়েকটা ফুটো করল। ভেতরে পোকাগুলোকে রাখল। পাতাগুলোও রাখল। বাক্স বন্ধ করল। বলল, এখন এই সাবানের বাক্সটা পোকাদের বাড়ি। ফুটোগুলো ওদের জানলা। পাতাগুলো ওদের খাবার।

কয়েক দিন বাদে পোকাগুলো পাতা খাওয়া বন্ধ করল। তারপর ওদের ঘরের ছাতে মুখ আর ল্যাজ এক করে ঝুলতে লাগল। তারপর ওদের গায়ে একটা শক্ত খোলা গজাল। কি সুন্দর রং। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপি। তার ওপর ছোট ছোট সোনালি রুপোলি ফোঁটা।

ঠিক যেন ফুলপরীদের লণ্ঠন।



ইন্দ্রজিত বাক্সটা খুলল। তারপর কি হল ?

প্রজাপতি, মথ, কি থেকে হয় ?

গুটিপোকাগুলো	**গুটি বেঁধেছে**	**গুটি বাঁধা**	**আকন্দ**
বেরিয়ে এসেছে	**আলোর কাছে**	**উড়ে গেল**	**শিউলি**
গুটিগুলো	**রাতে ওড়ে**	**হাওয়া লাগতেই**	**ঘোরে**
ডানা	**লিলি**	**মথ**	**গাছের**	**কেটে**
কালো হয়ে গিয়েছে	**নিয়ে গেল**	**মেশানো**	**একে একে**

ক দিন বাদে দেখা গেল গুটিগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। পরদিন ইন্দ্র বাক্সটা স্কুলে নিয়ে গেল। সকলকে ডাকল। তারপর বাক্সটা খুলল। দেখা গেল গুটিগুলো কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে এসেছে। কালো, সাদা, লাল মেশানো ডানা। কি চমৎকার দেখতে। হাওয়া লাগতেই ওরা একে একে উড়ে গেল। ইন্দ্র বলল, কলকাতার কাছাকাছি আকন্দ, শিউলি, লিলি ফুলের গাছ আছে। এইসব গাছের গুটি থেকে প্রজাপতি হয়, মথ হয়। মথ আবার কি ?

কেন, মথ দেখ নি ? রাতে ওড়ে, আলোর কাছে ঘোরে।

পড় : **হলুদ রোদে সবুজ বনে প্রজাপতির মেলা**
নীল আকাশের কোলটি জুড়ে সাদা মেঘের খেলা।



দামোদরের তীরে

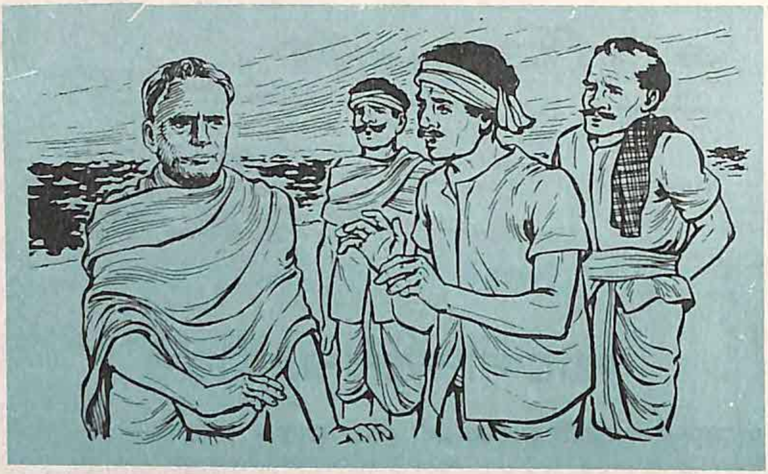
দামোদরকে সবাই দুঃখের নদী কেন বলত ?

প্রতিবছর	অনেক বছর	বৃষ্টি হচ্ছে	ডুবে যেত	সারাবছর
আগেকার কথা	বন্যা হত	ধানখেত	বর্ষার রাত	জল থাকত না
কম হয়	দু দিক	দুঃখের নদী	ভেসে যেত	বলত
নদীর	বাঁধ থাকলে	ভয়ঙ্কর	বন্ধ	বন্যা হলে
হয়ে উঠত	বর্ষাকালে	কষ্ট	দেওয়া হয়েছে	
শোঁ শোঁ করছে	বাঁধ আছে	ঘরে ঘরে	পথে	

দামোদরে আগে প্রতিবছর বন্যা হত। এখন দামোদরে কয়েকটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বাঁধ থাকলে বন্যা কম হয়।

আগে দামোদরকে সবাই বলত দুঃখের নদী। সারাবছর দামোদরে জল থাকতনা। বর্ষাকালে দামোদর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। প্রায়ই বন্যা হত। বন্যা হলে মানুষের বড় কষ্ট। গরু, ছাগল, ঘর, মানুষ সব ভেসে যেত। নদীর দু দিক ভেসে যেত। ধানখেত ডুবে যেত।

অনেক বছর আগেকার কথা। বর্ষার রাত। পথে মানুষ নেই। গ্রামের ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। দামোদরের জল শোঁ শোঁ করছে।



লোকটি কোথা থেকে আসছেন ? কোথায় যাচ্ছেন ? মাঝিরা ওঁকে কি বলল ?

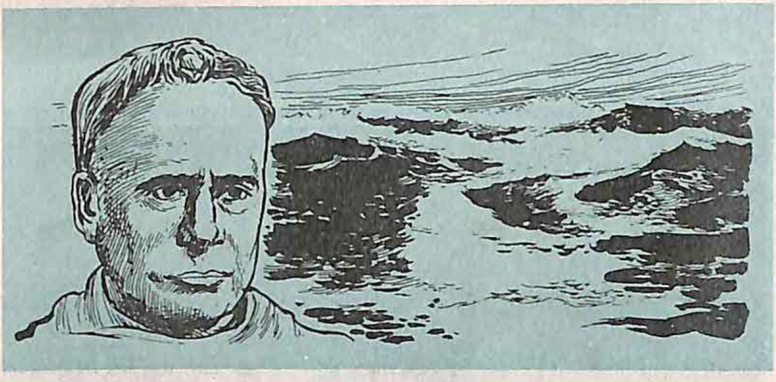
ঘরের দরজা	নদীর ধারে	চেহারা	নৌকোও	মাঝি
এলেন		ডাকলেন		চালাতে পারব না
ভয় পাচ্ছে	যেতেই হবে	যাবেন	জন্যে	বসে আছেন

দামোদরে একটা নৌকোও চলছে না। মাঝিরা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এমন সময় এক জন মানুষ নদীর ধারে এলেন। মাঝিদের ডাকলেন। বললেন, নৌকো কই ? এক জন মাঝি বলল, নদীর চেহারা দেখেছেন ? আমরা নৌকো চালাতে পারবনা।

উনি বললেন, তোমরা ভয় পাচ্ছ ? আমাকে যেতেই হবে।

মাঝিরা বলল, কোথায় যাবেন ?

উনি বললেন, আমি কলকাতা থেকে আসছি। বীরসিংহ গ্রামে যাচ্ছি। আমার মা আমার জন্যে বসে আছেন।

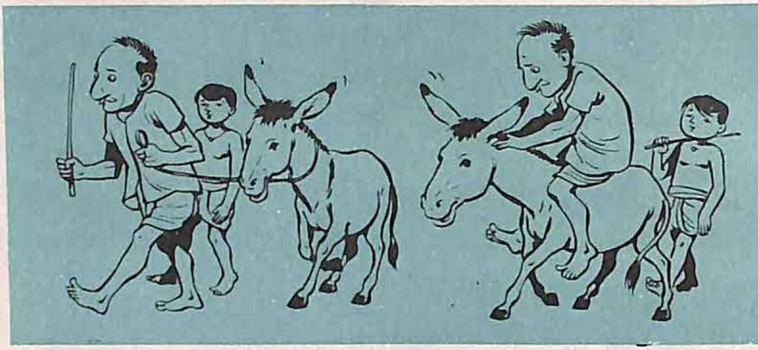


লোকটি কেমন করে নদী পার হলেন ?
উনি কে ? সবাই ওঁকে কি বলত ?

সাঁতার কেটে যাব সাঁতার কেটে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাংলা
পার হলেন দয়া দয়ার সাগর লেখাপড়া কেমন করে শিখেছি

মাঝিরা বলল, কেমন করে যাবেন ?
উনি বললেন, সাঁতার কেটে যাব।
লোকটি দামোদরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতার কেটে নদী পার হলেন।
উনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ওঁর খুব দয়া ছিল, তাই ওঁকে সবাই দয়ার সাগর বলত। উনি অনেক বই লিখেছিলেন। তা থেকে অনেকদিন আমরা লেখাপড়া শিখেছি।

পড় : দেখতে ছিলে যেমন তেমন ছোটখাট লোক
যেমন তোমার সাহস ছিল তেমনি ছিল রোখ।
ভয়ের কথায় বলতে তুমি, ভয় কাহারে বলে ?
চলে যেতে বুক ফুলিয়ে বিপদ পায়ে দলে।



বোকা বুড়ো আর চালাক গাধা

লোকটা কি বলল ? বুড়ো আর ওর ছেলে কি করল ?

গাধার পিঠে	গাধা নিয়ে	গাধাটা	বুড়ো	নাম
চলতে লাগল	হেঁটে যাচ্ছে	যাচ্ছিল	চড়	চড়েছে
চড়তে দাও	বুড়োটা	হাঁটুক	হাটে	করব

এক বুড়ো আর তার ছেলে একটা গাধা নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। একটা লোক বলল, আরে ! একটা গাধা আছে তবু তুমি হেঁটে যাচ্ছ কেন ? ওর বয়স কম। ও হাঁটুক। তুমি গাধার পিঠে চড়।

বুড়ো গাধার পিঠে চড়ল। গাধা চলেছে। আরেকটা লোক এসে বলল, দেখেছ ? ছোট ছেলেটা হাঁটছে আর বুড়োটা গাধার পিঠে চড়েছে ?

বুড়ো বলল, কি করব ?

তুমি নাম। ওকে চড়তে দাও।

বুড়ো নামল। ছেলেটা চড়ল। গাধাটা চলতে লাগল। হঠাৎ আরেকটা লোক এল।



তৃতীয় লোকটা কি বলল ? তারপর কি কি হল ?

বলতে লাগল	লজ্জা করে না	কষ্ট হচ্ছে	গাধার	মজা
হাততালি দিয়ে	কাঁধে তোল	সঙ্গে সঙ্গে		গাধাটাকে
হাসতে লাগল	তুলে নাও	বাবাকেও	মানুষের	চড়েছ
কাঁধে	তুলে নিল	রোদ		তাড়াতাড়ি

এই তৃতীয় লোকটা বলল, এই ! তোমার বাবাকেও তুলে নাও। দেখেছ কি রোদ ? তোমার বাবার কষ্ট হচ্ছে।

বুড়ো আর ছেলে দুজনেই গাধার পিঠে চড়ল। গাধা চলতে লাগল। এবার আরেকটা লোক এল। বলল, একটা গাধার পিঠে দুজন চড়েছ ? লজ্জা করে না ? শিগগির নাম। গাধাটাকে কাঁধে তোল।

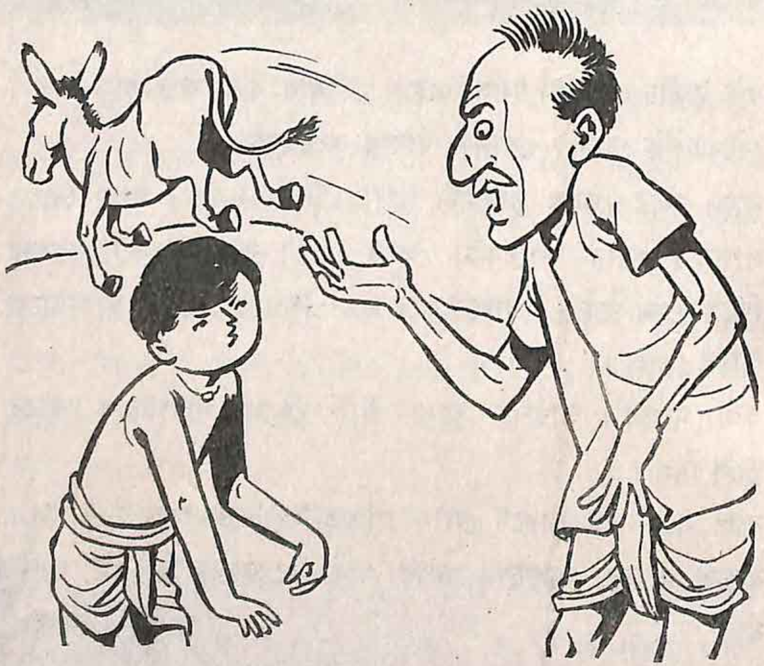
ওরা নামল। তারপর বুড়ো আর ছেলে গাধাটাকে কাঁধে তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে এই চারটে লোক হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। বলতে লাগল, মানুষের ওপর গাধা চড়েছে। কি মজা ! কি মজা !

বুড়ো আর ওর ছেলে তারপর কি করল ? গাধাটা কি করল ?

ফেলে দিল	পালাল	চেয়ে	ধপাস করে
পালিয়ে গেল	গিয়ে দেখল	তুমিই ত	পথ চিনে
ছেড়ে দিলি	ফিরে এসেছে	তাই ত	ভয় পেল

বুড়ো আর ওর ছেলে ধপাস করে গাধাটাকে মাটিতে ফেলে দিল। গাধাটা বেজায় ভয় পেল আর ছুটে পালিয়ে গেল। তখন বুড়ো ছেলেকে বলল, কেন গাধাটাকে ছেড়ে দিলি ?
ছেলে বলল, তুমিই ত ছেড়ে দিলে। তাই ত গাধাটা পালাল।
ওরা দুজন বাড়ি ফিরে গেল। গিয়ে দেখল গাধাটা পথ চিনে বাড়ি চলে এসেছে। গ্রামের লোকেরা বলল, তোমাদের চেয়ে গাধাটার বুদ্ধি বেশি।



নিজে লেখ

নিচের প্রশ্নগুলো পড়। নিজে উত্তর লেখ :

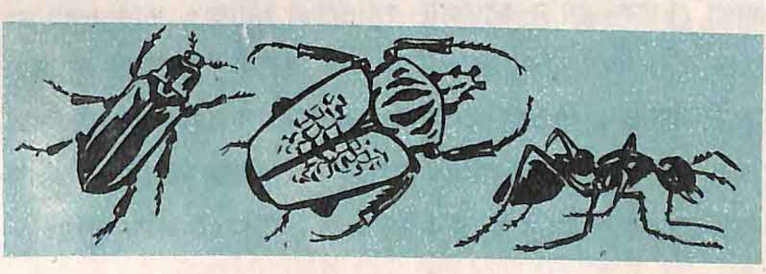
১। ইন্দ্রজিতের জীবজন্তু, পোকামাকড়ে খুব ঝোঁক। তোমার কিসে ঝোঁক আছে ? তোমার কি ভাল লাগে ?

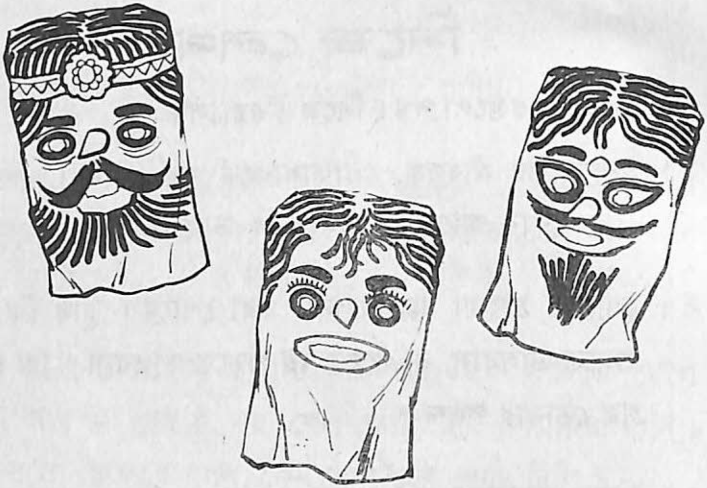
২। মৃণালের ঠাকুমা গল্প বলেন। ওরা শোনে। তুমি কি গল্প শুনতে ভালবাস, না গল্পের বই পড়তে ভালবাস ? কি রকম গল্প তোমার পছন্দ ?

৩। নিচে কমলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পার্থ আর ইন্দ্রজিতের বাবার কিছু কিছু কথা ঢুকে পড়েছে। ওদের কথা বাদ দিয়ে শুধু কমলের কথা লেখ :

আমি কমল। আমি পার্থ ইন্দ্রজিতের বাবা স্কুলে ডাক্তারখানায় বাজারে যাচ্ছি যাচ্ছে যাচ্ছেন। আমরা উনি তাড়াতাড়ি আস্তে আস্তে হাঁটছি হাঁটছেন। স্কুল ডাক্তারখানা বাজারটা একটু দূরে বড় রাস্তার ওপর রাস্তার ওপারে। আমি পার্থ উনি পরীক্ষা দিতে ওষুধ আনতে মাংস কিনতে যাচ্ছি যাচ্ছে যাচ্ছেন।

আমি পার্থ ইন্দ্রজিতের বাবা বিকেল চারটেয় একটু পরে কিছুক্ষণ বাদে ফিরব ফিরবে ফিরবেন।





মুখোশ বানাও

অঞ্জন কেমন করে এক নম্বর মুখোশ বানাচ্ছে ?

মেলা হচ্ছে	মুখোশ বানাচ্ছি	ফুটো করছি	ঠোঙা
জুড়ে দিচ্ছি	জিভের জায়গাটা	চোখের জায়গা	বাদামি
ভাঁজ করে	নাকের জায়গায়	কাগজের ঠোঙা	নিচ্ছি
ইচ্ছে হলে	জিভ বের করা যায়	এক নম্বর	বন্ধু

আমার নাম অঞ্জন প্যাটেল। আমি কমলদের বন্ধু। এবার পূজোয় মেলা হচ্ছে। আমি কয়েকটা মুখোশ বানাচ্ছি। সেদিন শঙ্কর অনেকগুলো বাদামি কাগজের ঠোঙা দিয়েছিল। আমার মাথা ঢোকে এমনি কয়েকটা বড় ঠোঙা নিচ্ছি। তার ওপর রং আর তুলি দিয়ে নাক, মুখ, ঠোঁট, চুল আঁকছি। চোখের জায়গায় ফুটো করছি। জিভের জায়গায় বড় ফুটো করছি। সেখান দিয়ে জিভ বের করা যায়। ইচ্ছে হলে একটা কাগজ তেকোনা ভাঁজ করে নাকের জায়গায় জুড়ে দিচ্ছি। এটা হল এক নম্বর মুখোশ।







অঞ্জন দু নম্বর মুখোশ কেমন করে তৈরি করে ?

আরেক রকম	রং দিয়ে আঁকি	দু দিকে	সুতো বাঁধি
মুখে বেঁধে	চকচকে	কাগজ জুড়ি	এত বড়	পরা যায়

আমি আরেক রকম মুখোশ করতে পারি। মুখটা যাতে ঢাকা পড়ে এতবড় শক্ত কাগজ কেটে নিই। তার ওপর চকচকে রঙিন কাগজ জুড়ি। চোখের জায়গাটা ফুটো করি। কখনো রং দিয়ে নাক, মুখ আঁকি। কখনো রাংতা বা রঙিন কাগজের টুকরো জুড়ে নাক, মুখ বানাই। দু চোখের দু দিকে কোনে দুটো ফুটো করি। তাতে রঙিন সুতো বাঁধি। এ মুখোশ মুখে বেঁধে পরা যায়। এ হল দু নম্বর মুখোশ।

গল্পের ছবি–ছবির গল্প







ছবিগুলো দেখ। তারপর ছবিতে কি গল্প বলা হয়েছে নিজে বুঝে লেখ। প্রথম ছবিটাতে কি বলা হয়েছে তা আমরা লিখে দিলাম। দ্বিতীয় থেকে নবম ছবির গল্প নিজে লেখ।

১। ভজনরাম লম্বা, রোগা, মুখে খোঁচা দাড়ি। ও ঘরে ঢুকে দেখল খাবারের ঢাকনি উলটে পড়ে আছে। জানলা দিয়ে একটা বেড়াল পালাচ্ছে। ওর বউ গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

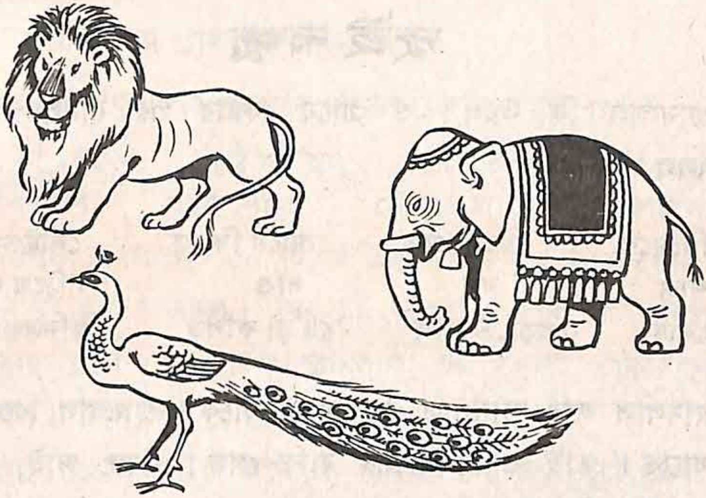
ছবি বানাও

সিরাজরা কে কি আঁকছে ? আঁকবার পর কি করছে ?

কাগজের ওপর	অসমান হলে	কাঁচি দিয়ে	শেখাচ্ছেন
পরিষ্কার করে	কাটতে হবে	কেটে নিচ্ছি	কেটে নেব
লাগিয়ে দিয়েছেন	ড্রয়িংএর	চলবে না	এঁকেছি

আমি সিরাজ। ড্রয়িংএর মাষ্টারমশাই আমাদের চারজনকে একটা জিনিস শেখাচ্ছেন। উনি একটা বড় চৌকো মোটা কাগজের ওপর কালো চকচকে কাগজ লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি হলদে কাগজের ওপর একটা বাঘ এঁকেছি। সেটা কাঁচি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। পার্থ আঁকছে সিংহ। ডেভিড আঁকছে ময়ূর আর মুকুল আঁকছে একটা হাতি। ওদের ছবিগুলো ওরা কাঁচি দিয়ে কেটে নেবে। পরিষ্কার করে কাটতে হবে। অসমান হলে চলবে না।





এরপর সিরাজরা ছবিগুলো দিয়ে কি করবে ? নন্দন কি বলছে ?

এর পর	লাগাব	দেয়ালে	টাঙাব	উড়োজাহাজের
ছবিগুলো	ফুটো করব	সুতো ভরব	কাটব	ছবি আঁকবে

এর পর এই ছবিগুলো আমরা ওই চৌকো কাগজের ওপর লাগাব। তারপর কাগজটার ওপর দিকে দুটো ফুটো করব। তাতে সুতো ভরব। ছবিটা দেয়ালে টাঙাব। এরপর আমরা পাখি, প্রজাপতি, ফুল, সবকিছুর ছবি এঁকে কাটব আর কাগজের ওপর লাগাব। নন্দন বলছে ও অনেক রকম উড়োজাহাজের ছবি আঁকবে।

পড় : সারা রাত জল পড়ে ঝুপ ঝাপ
শুয়ে শুয়ে চুপচাপ শুনি বৃষ্টির সুর
ভোরে দেখি পথ ঘাট ভাসছে
আকাশটা হাসছে জানলায় রোদ্দুর।

দুই বন্ধু

শ্যামলাল কি করল ? ও গ্রামে ফেরার পর রামলাল কি বলল ?

বিদেশে	ফিরে এসে	গ্রামে ফিরল	নোটগুলো
শাল	বউ	দাও	পাঠিয়ে দাও
নোট	বেড়াতে গেল	ছেঁড়া কাপড়	জিনিসগুলো

রামলাল আর শ্যামলাল এক গ্রামে থাকে। শ্যামলাল বিদেশে যাচ্ছে। তাই ও রামলালের বাড়ি গেল। বলল, ভাই, এই বাক্সটা তুমি রাখ।

এতে কি আছে ?

কয়েকটা টাকা আর একটা শাল। আমি ফিরে এসে নেব।

রামলাল বাক্সটা রাখল। শ্যামলাল ওর বউ আর ছেলে মেয়ে নিয়ে গয়া কাশী বেড়াতে গেল। অনেক দিন পর ও গ্রামে ফিরল। ফিরে রামলালের বাড়ি গেল।

বলল, ভাই বাক্সটা দাও।

রামলাল বাক্সটা দিল। শ্যামলাল বাক্সটা খুলে কি দেখল জান ? কয়েকটা সাদা কাগজ আর একটা ছেঁড়া কাপড়। ও বলল, এ কি ! আমার শাল আর টাকা কোথায় গেল ?

রামলাল খুব হাসল। বলল, কি গরম পড়েছে দেখেছ ? গরমে টাকার নোটগুলো সাদা কাগজ হয়ে গেল আর শালটা ছেঁড়া কাপড়।

শ্যামলাল বলল তা ত হবেই। আচ্ছা ভাই ! আমি তোমার জন্যে কয়েকটা জিনিস এনেছি। তোমার ছেলেটাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। আমি ওর হতে জিনিসগুলো দেব।

ছেলেটাকে নিয়ে শ্যামলাল বাড়ি এল।

শ্যামলাল রামলালের ছেলেকে আনল। তারপর কি হল?

বন্ধ করে রাখল	বৃষ্টি পড়ছিল	বৃষ্টি থামল	জল লেগে
বৃষ্টি হচ্ছিল	গরম লেগে	চেঁচাতে লাগল	ভাই সব

শ্যামলাল রামলালের ছেলেটাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। যখন বৃষ্টি থামল, রামলাল এসে বলল, আমার ছেলে কোথায়? শ্যামলাল ওর পোষা বাঁদরটাকে দেখাল। বলল, ওই যে তোমার ছেলে।

রামলাল খুব চেঁচাতে লাগল। গ্রামের লোকজন ছুটে এল। রামলাল সব কথা বলল। গ্রামের লোকরা বলল, এ কি কথা শ্যামলাল? মানুষ কখনো বাঁদর হয়ে যায়?

শ্যামলাল বলল, ভাই সব, আমার টাকা আর শাল রামলালের কাছে ছিল। গরম লেগে সেগুলো কাগজ আর ছেঁড়া কাপড় হয়ে গেল। একটু আগে বৃষ্টি হচ্ছিল। জল লেগে ওর ছেলেটা বাঁদর হয়ে গেল।

গ্রামের লোকেরা হাসতে লাগল। রামলাল তাড়াতাড়ি টাকা আর শাল এনে দিল। শ্যামলাল রামলালের ছেলেকে এনে দিল।



জ্যাঠাইমার সাহস

একদিন সন্ধেবেলা কি হল ? জ্যাঠামশাই রামদীনকে কি বললেন ? রামদীন কি উত্তর দিল ?

গোয়ালঘরের		টিনের চালে	জ্যাঠামশাই		যাও
শব্দ হল	কি হল	জ্যাঠাইমা	দেখ	দুপদাপ	ভিতু

শঙ্করের জ্যাঠামশাই বাঁকুড়ায় থাকেন। জ্যাঠামশাই বেজায় ভিতু। জ্যাঠাইমার খুব সাহস। পূজোর সময় শঙ্কররা বাঁকুড়া গিয়েছিল। একদিন সন্ধেবেলা ওরা ঘরে বসে আছে। হঠাৎ গোয়ালঘরের টিনের চালে দুপদাপ শব্দ হল। জ্যাঠাইমা বললেন, যাও। দেখ কি হল।

জ্যাঠামশাই ডাকলেন, রামদীন ! রামদীন !

ওঁদের মালী রামদীন বলল, কি বাবু ?

নিচে কি হচ্ছে ?

শব্দ হচ্ছে বাবু।

কোথায় শব্দ হচ্ছে ?

টিনের চালে।



তারপর কি হল ? জ্যাঠাইমা কি করলেন ?

টর্চ জ্বাললেন	আতাগাছে	টর্চ নিয়ে	নিশ্চয়
গাছ ভাঙছে	আতা খাচ্ছে	ঘরে এসে	বেজায়
পেকেছে	বারান্দায়		শয়তান
রেগে গেলেন	হনুমানটা	কি রকম	ভূত

কে শব্দ করছে ?

জানি না বাবু।

কি রকম শব্দ হচ্ছে বল ত ?

বাবু, এ নিশ্চয় ভূত। ওই শুনুন গাছ ভাঙছে।

জ্যাঠাইমা বেজায় রেগে গেলেন। টর্চ নিয়ে বারান্দায় গেলেন। টর্চ জ্বাললেন। তারপর বললেন যা, পালা !

ঘরে এসে বললেন, আতাগাছে আতা পেকেছে। তাই বড় হনুমানটা এসে আতা খাচ্ছে। ওটা বড় শয়তান। ঠিক সন্ধেবেলা এসেছে।

জ্যাঠামশাই বললেন, আমি বলছি ওটা হনুমান। রামদীন বলছে ওটা ভূত।

জ্যাঠাইমা বললেন, হুঁঃ।

আর কিছু বললেন না।





ইচ্ছে করে

ধ্রুবর কি কি ইচ্ছে করে ?

ট্রাফিক পুলিশ হতে	লোহার টুপি	বাংলা ক্লাসে	পরব
ইচ্ছে হয়েছিল	বাংলার	যুদ্ধ করতে	চালাতে
দমকলের গাড়ি	বাংলাদেশে	ইচ্ছে করে	লিখেছ
পড়ে শোনালেন	জওয়ান হতে	কি হতে	খাতায় লেখ

সেদিন বাংলার মাস্টারমশায় হেমেনবাবু বললেন, তোমাদের কার কি হতে ইচ্ছে করে খাতায় লেখ। সব ছেলেরা লিখল। উনি ধ্রুবকে বললেন, বেশ লিখেছ।

ধ্রুবর লেখাটা উনি বাংলা ক্লাসে পড়ে শোনালেন। ধ্রুব লিখেছে, আমার বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে। জওয়ান হতে আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করে। গত বছর আমার বিষ্ণুরামের মত ট্রাফিক পুলিশ হতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমার দমকলের গাড়ি চালাতে ইচ্ছে করে।

পড় :

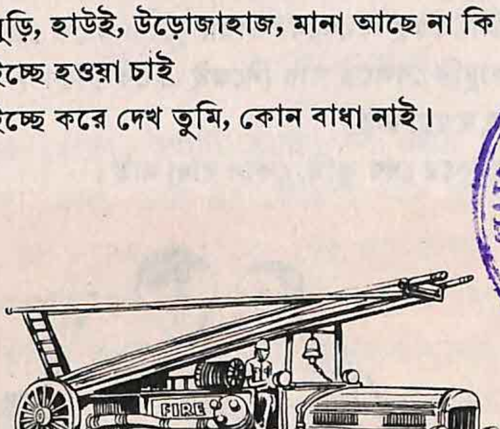
ইচ্ছে হলেই হতে পার ফানুস
নয়ত ঝিনুক নয়ত হরিণ প্রবালদ্বীপের মানুষ
ইচ্ছে হওয়া চাই
ইচ্ছে করে দেখ তুমি কোন বাধা নাই।

ধ্রুবর আর কি কি ইচ্ছে করে ?

ঘণ্টা বাজবে	গোলকিপার	উড়িয়ে দেব	সিনেমায়	পতাকা
পাহাড়ে উঠব	পাহাড়ের ওপর	সরে যাবে	পাহাড়	ঘুমোতে

লাল দমকলের গাড়ি চালাব। ঘণ্টা বাজবে। সবাই সরে যাবে। আমার ভাই শুভ্রকে বললাম, তোমার কি হতে ইচ্ছে করে? ও বলল, গোলকিপার। মেজকাকাকে বললাম, কি ইচ্ছে করে? মেজকাকা বললেন, রাতদিন ঘুমোতে ইচ্ছে করে। মাকে বললাম, কি ইচ্ছে করে? মা বললেন, জানি না। আমি সিনেমায় হিমালয় পাহাড় দেখেছি। আমার হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে করে। পাহাড়ে উঠব। তেনজিংএর মত পাহাড়ের ওপর ভারতের পতাকা উড়িয়ে দেব।

পড় : **ইচ্ছে হলেই হতে পার পাখি,**
ঘুড়ি, হাউই, উড়োজাহাজ, মানা আছে না কি ?
ইচ্ছে হওয়া চাই
ইচ্ছে করে দেখ তুমি, কোন বাধা নাই।

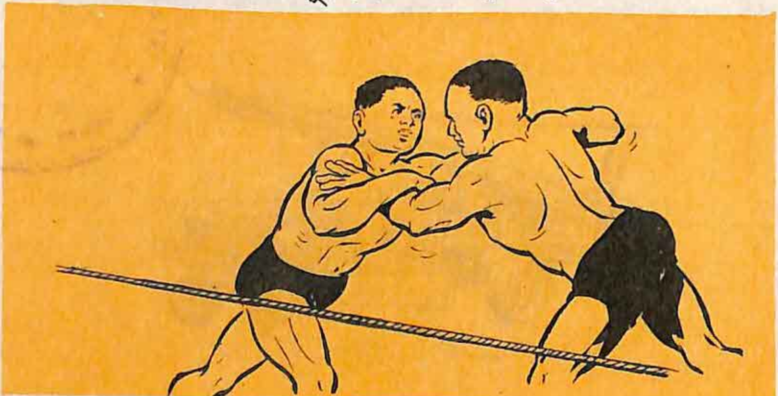


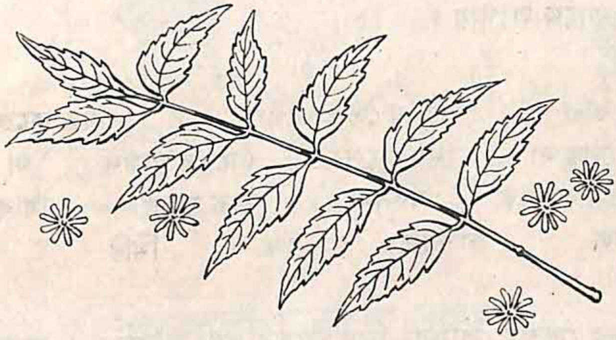
ধ্রুব কেন পালোয়ান হতে চায় ?

পালোয়ান হতে		মারামারি করতে	এখনকার
আলুকাবলি	শরীরটা	পালোয়ান হলে	হতে পারে
কাঠির মত		আলুর মত	মাথাটা

আমার খুব পালোয়ান হতে ইচ্ছে করে। এখন আমি খুব রোগা। দিদি বলে আলুকাবলি। আমার শরীরটা নাকি কাঠির মত আর মাথাটা আলুর মত গোল। পালোয়ান হলে আমি আলম, জন, ডেভিড, ইন্দ্রজিত, সবাইয়ের সঙ্গে মারামারি করতে পারি। এগুলো আমার এখনকার ইচ্ছে। পরে আমার কি কি ইচ্ছে হতে পারে কে জানে।

পড় : ইচ্ছে কর যদি
এক্ষনি ত হতে পার ইচ্ছামতী নদী,
শ্যাওলা, ঝিনুক, মেঘের ছায়া, বুকের মাঝে রেখে
লুকোচুরি খেলতে পার নিজেই এঁকে বেঁকে ?
ইচ্ছে হওয়া চাই
ইচ্ছে করে দেখ তুমি, কোন বাধা নাই।





নিমের মত তেতো

নিম গাছ কোথায় কোথায় হয়? নিমগাছ আমাদের কি কি কাজে লাগে?

ওষুধ তৈরি হয়	নিম গাছ	সাবান তৈরি হয়		তেতো
জায়গাতেই	মরুভূমিতে	ফল	ছাল	মরুভূমি	কাঠ
নিম গাছের	নিমের	পোকা লাগে না		জায়গাতেও

নিমের মত তেতো, কথাটা আমরা সব সময়ে বলি। নিমের ফল, পাতা, ছাল, সবই খুব তেতো। নিম গাছ ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই হয়। নিম গাছ খুব শুকনো জায়গাতেও হয়। রাজস্থানে বৃষ্টি খুব কম হয়। সেখানে মরুভূমি আছে। সেই মরুভূমিতে অনেক নিম গাছ লাগানো হয়েছে। নিম গাছ প্রায় সকলেই দেখেছে। নিম গাছ আমাদের অনেক রকম কাজে লাগে। নিম গাছের ফল থেকে নানা রকম ওষুধ তৈরি হয়। নিম তেল থেকে সাবান তৈরি হয়। নিম গাছের কাঠ খুব শক্ত। তাতে কোন পোকা লাগে না।

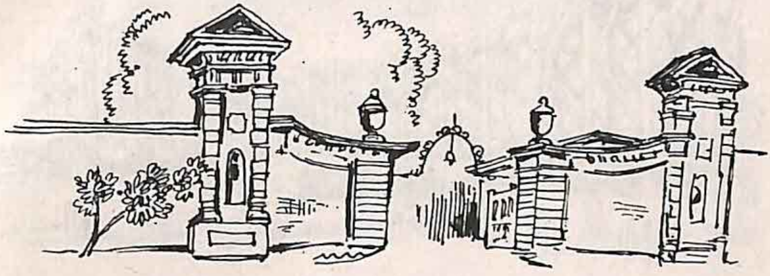
আমাদের গ্রামের লোকরা নিম গাছের ডাল, পাতা, নিম তেল, কি কি কাজে লাগায় ?

নিমের ডাল	**নিম তেল লাগায়**		**সেদ্ধ করে খায়**	
পাওয়া যায় না	**নিম ফুলের**	**দাঁতের মাজন**	**ঘা হলে**	
নিম তেল লাগায়	**সবসময়ে**	**দাঁত মাজে**	**জামাকাপড়**	
নিম ছাল	**ডাক্তার**	**গন্ধ**	**মিষ্টি**	**অবশ্য**

আমাদের দেশের লোকরা নিম গাছের কথা জানতেন। আমাদের পুরনো বইয়ে নিম গাছের কথা লেখা আছে। আমাদের দেশে শহর কম, গ্রাম বেশি। গ্রামের লোকরা এখনো নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে। নিম পাতা খায়। নিম পাতা অবশ্য শহরের লোকও খায়। গ্রামে সব সময়ে ডাক্তার পাওয়া যায় না। সেখানকার মানুষ ঘা হলে নিম তেল লাগায়। জ্বর হলে নিম ছাল সেদ্ধ করে খায়। জামাকাপড়ের বাক্সে শুকনো নিম পাতা রাখে।

এখন নিম থেকে সাবান, দাঁতের মাজন ও নানা রকম ওষুধ তৈরি হচ্ছে। নিম ফুলের গন্ধ ভারি মিষ্টি।





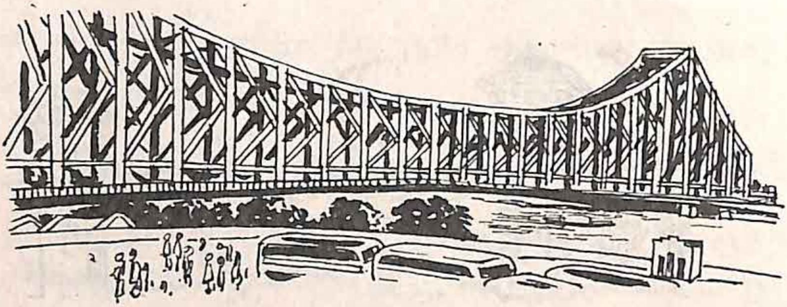
কলকাতার কথা

কলকাতায় কোন কোন দেশের লোক আছে ? এ শহর কে তৈরি করেন ? এখানে কটা হাসপাতাল আছে ?

পত্তন করেন	**স্টেশনের**	**ডালহৌসিতে**	**ভারতীয়**
দৈনিক কাগজ	**রাজ্যের**	**সমাধি আছে**	**বাইরের**
বিষয়ে	**খবর হল**	**হাসপাতাল**	**ভাষায়**
বহু দেশের	**জায়গা নেই**	**স্কুল**	**লাইব্রেরি**

কলকাতা শহরটা খুব বড়। এখানে আসাম, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কেরলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, ভারতের প্রায় সব রাজ্যের মানুষ থাকে। ভারতের বাইরের বহু দেশের লোক এখানে আছে, যেমন জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড। এখানে ৩৮-টা হাসপাতাল আছে। এখান থেকে নানা ভারতীয় ভাষায় দশটা দৈনিক কাগজ বেরোয়। এ শহরে কয়েক শ স্কুল লাইব্রেরি আছে।

জব চার্ণক নামে একজন ইংরেজ ১৬৯০ সালে কলকাতা শহরের পত্তন করেন। ডালহৌসিতে সেণ্ট জন চার্চে তাঁর সমাধি আছে। কলকাতার বিষয়ে সবচেয়ে মজার খবর হল এখানে কলকাতা নামে কোন স্টেশন নেই। দুটো স্টেশনের নাম হাওড়া আর শেয়ালদা।



কতদিন অবধি কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল ? এখন রাজধানী কোথায় ?

এখনকার হাওড়া ব্রিজটা কি রকম ? আগেকার হাওড়া ব্রিজটা কি রকম ছিল ?

ইস্পাতের তৈরি	**ব্রিজ**	**নদী পার হত**	**জাহাজ**
জোড়া লেগে যেত	**নৌকোয়**	**কাঠের ব্রিজ**	**খোলা থাকত**
খুলে যেত	**চলে যেত**	**আসত**	**রাজধানী ব্রিজটা নদীতে**

১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। তারপর দিল্লী রাজধানী হল। অবশ্য অনেক আগে দিল্লীতেই রাজধানী ছিল। এখনকার হাওড়া ব্রিজটা তোমরা অনেকেই দেখেছ। এই ব্রিজটা ইস্পাতের তৈরি। আগে হুগলী নদীর ওপর একটা কাঠের ব্রিজ ছিল। মাঝে মাঝে নদীতে বড় জাহাজ আসত। তখন ব্রিজটা খুলে যেত। জাহাজ চলে যেত। তারপর আবার ব্রিজটা জোড়া লেগে যেত। যখন ব্রিজটা খোলা থাকত তখন সবাই নৌকোয় নদী পার হত।

পড় : **বাগবাজরে তেল মেখেছি**
বউবাজারে জল ঢেলেছি
কালীঘাটে ভাত খেয়েছি
শ্যামবাজারে শুয়ে আছি।

ঠাকুমার ছোটবেলা

অহল্যাকে ঠাকুমা কি বললেন ? অহল্যা সারাদিন কি করে ?

ন বছর	ন বছরে	পাকাচুল	বাড়ির কাজ	তুলে দিই	স্নান করি
স্কুলে যাই	পার্কে যাই	বড় হয়ে গিয়েছিলাম	ছোট আছ		
পড়া তৈরি করি	ফিরে আসি	বই গোছাই	জুতো রং করি		

সেদিন অহল্যাকে ওর ঠাকুমা একটা মজার কথা বললেন। অহল্যার বয়স ন বছর। ঠাকুমা বললেন, আমি ন বছরে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি ন বছরে অনেক ছোট আছ। অহল্যা বলল, এ কথা কেন বলছ ?

ঠাকুমা বললেন, আচ্ছা, তুমি বল, তুমি সকাল থেকে কি কি কর ? অহল্যা বলল, উঠি, মুখ ধুই, খাবার খাই, পড়া তৈরি করি, একটু খেলি। স্নান করি, ভাত খাই, স্কুলে যাই। স্কুল থেকে ফিরে খাবার খাই, একবার পার্কে যাই। সন্ধে বেলা ফিরে আসি। লেখাপড়া করি, খাই, ঘুমোই।

ঠাকুমা বললেন, বাড়ির কাজ কি কি কর ?

অহল্যা বলল, আমার বই গোছাই, জুতো রং করি, তোমার পাকা চুল তুলে দিই। মা যা বলেন, তাই করি।



ঠাকুমা ন বছর বয়সে কি কি করতেন ?

কাঁথা সেলাই করতাম   ফুল আনতাম   দুধ জ্বাল দিতেন   মুড়ি
তরকারি কাটতাম   শাক বাছতাম   চন্দন ঘষতাম   গুড়
সুতো কাটতাম   সুপুরি কাটতাম   রান্না করতেন   পূজোর
পান সাজতাম   পূজো করতেন   গল্প শুনতাম   গোয়ালে
সুতো কাটতেন   পান খেতেন   কাজ করত   উঠতাম   ধুতাম   দিতাম

ঠাকুমা বললেন, আমার ন বছর বয়সে আমি কি কি করতাম জান ? ভোরে উঠতাম। আমার ঠাকুমা পূজো করতেন। ওঁর পূজোর ফুল আনতাম, চন্দন ঘষতাম। মা দুধ জ্বাল দিতেন। আমি ছোট ভাইবোনদের দুধ, মুড়ি, গুড় খেতে দিতাম। মা রান্না করতেন। আমি চাল ধুতাম, ডাল ধুতাম, শাক বাছতাম। মাঝে মাঝে তরকারি কাটতাম।

আমাদের খেতে অনেক লোক কাজ করত। তাদের জলখাবার দিতাম। আমার ঠাকুমা সুতো কাটতেন। ওঁর কাছে বসে সুতো কাটতাম। বাবা পান খেতেন। রোজ সুপুরি কাটতাম, পান সাজতাম। আন্না দিদি আমাদের গোয়ালে কাজ করত। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁথা সেলাই করতাম।

তুমি পড়তে কখন ? খেলতে কখন ?

সবই একটু একটু করতাম। তবে রোজ ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতাম।

অহল্যা বলল, তবে একটা গল্প বল ?

আনন্দ পাঠ

বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখার নতুন বই

অনুশীলনী : পরিচায়িকা, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ

পাঠমালা : ছড়া ও ছন্দ, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ

আনন্দ পাঠ গ্রন্থমালার পাঠসূচী এবছর সম্পূর্ণ হল। মুখে মুখে ছড়া শেখা থেকে শুরু করে দুরূহ রচনা হৃদয়ঙ্গম এবং চর্চার একটি ক্রমান্বয় পাঠক্রম বাংলায় এই প্রথম এবং এখনো অনন্য। ভাষা শিক্ষায় ক্রমান্বয়তা অর্থাৎ সহজ শব্দ থেকে কঠিন শব্দে সংযত পরিক্রমণ, ঋজু বাক্যরীতি থেকে জটিল বাক্যরীতিতে উত্তরণ আধুনিক ভাষাশাস্ত্রের একটি প্রাথমিক সূত্র। আনন্দ পাঠ গ্রন্থমালা এই সূত্র অনুসরণেই রচিত। প্রথম চারটি অনুশীলনীতে আছে বাংলায় বহুপ্রচলিত ও নিত্যব্যবহৃত ১০৭টি বাক্যরীতি এবং ১২১০টি প্রাথমিক শব্দ। এই বাক্যরীতি এবং শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে মনোরম ও সুখপাঠ্য গদ্যরচনায়, যাতে ভাষাশিক্ষা আনন্দময় হয়ে ওঠে। পরবর্তী অনুশীলনীগুলিতে সূত্রনির্ভর ব্যাকরণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আনন্দ পাঠ পাঠমালার বইগুলি অনুশীলনী গ্রন্থের অপরিহার্য পরিপূরক। অনুশীলনীতে যে শব্দসম্ভার ও বাক্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে তার সবিস্তার প্রয়োগ অবিরল রচনায় বিধৃত হয়েছে পাঠমালায়।

বাংলা যারা শিখছে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে, বাংলা যাদের মাতৃভাষা, আর অন্যভাষী বয়স্ক যাঁরা বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহী, সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থমালা পরিকল্পিত। বাংলা ভাষার শিক্ষায় আধুনিক পদ্ধতির সূচনা হল এই গ্রন্থমালায়।

ছড়া ও ছন্দ। বহুচিত্রশোভিত ছড়ার সংকলন।
পাঠমালা ১—৮।

প্রত্যেকটি বই সচিত্র। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজজীবন, ভাষা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যমূলক লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন যুগের মহৎ সাহিত্যের সুনির্বাচিত রচনার সংকলন।

অনুশীলনী। পরিচায়িকা এবং ১—৮

ভাষাচর্চার সুপরিকল্পিত অনুশীলনীমালায় ব্যাকরণের প্রতিটি প্রয়োজনীয় সূত্র, ও ভাষাপ্রয়োগের যাবতীয় সাধারণ নিয়ম থেকে শুরু করে অনুচ্ছেদ রচনা, সারাংশ, ভাবসম্প্রসারণ ও প্রবন্ধরচনা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই শিখে ফেলতে পারবে।

গণেশ বাগচী ॥ মহাশ্বেতা দেবী

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

ANANDA PATH : Reader 2

Rs 2·75

SBN 19 560837 2

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট কলিকাতা ৬